অভীষ্ট প্রাণবল্লভ পরমসুকুমার পরমসুন্দর পরমমধুর, তাঁহার অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিতেও অতি সুকোমল অঙ্গে বুঝি কঠিন অঙ্গুলির স্পর্শজন্য বেদনা লাগিল—এইপ্রকার বুদ্ধিজনিত প্রীতিতেই সর্ব্বপ্রকার সেবা করা কর্ত্তব্য। সেই সুকোমলাঙ্গ নিজ ভক্তবল্লভ শ্রীভগবান দাহক অগ্নিতে অথবা অতিশীতল জলের মধ্যে আছেন—এইরূপ চিন্তা করা সর্ব্বদাই ভক্তিবিরুদ্ধ। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবানও ১১।২৭।২৯ শ্লোকে বলিয়াছেন—“আমার ভক্ত আমাকে বস্ত্র উপবীত এবং আভরণ প্রভৃতির দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। সেই সকল ভক্ত যেমন ভক্তিরীতিতে শ্রীপরমেশ্বরকে পূজা করিয়া থাকেন, শ্রীপরমেশ্বর সেইপ্রকার ভাবেই আবিষ্ট হইয়া থাকেন। অর্থাৎ কোমলাঙ্গ বুদ্ধিতে ভাবনা করিলে কোমলাঙ্গরূপেই আবিষ্ট হয়েন, বীরভাবে ভাবনা করিলে বীরভাবেই আবিষ্ট হন। শ্রীনারদীয়পুরাণে উল্লেখ আছে যে—“হে ব্রাহ্মণগণ! ভগবান হৃষীকেশ কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য, ধনের দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। ভক্তিতে শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিলে নিজ অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বক্লেশহারী জগন্নাথ শ্রীহরি জলদ্বারা পূজিত হইলেও তৃষ্ণার্ত্তব্যক্তি সুন্দর জললাভে যেমন সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ সন্তোষ লাভ করেন”। এখানে দৃষ্টান্তই উপজীব্য, অর্থাৎ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন জল পাইবার জন্য কাতর হয়, জল বিনা অন্য কিছুতেই তার তৃপ্তি হয় না, তেমনই ভক্তিপিপাসু শ্রীভগবান ভক্তিতেই তৃপ্তিলাভ করেন। বৈপরীত্যে দোষও উল্লেখ আছে—যেমন গ্রীষ্মে জলস্থ শ্রীভগবানের পূজা প্রশস্তা, কিন্তু বর্ষাকালে নিন্দিতা; তেমনই ভক্তিদ্বারা কৃষ্ণপূজা প্রশস্তা, জ্ঞানাদির দ্বারা পূজা নিন্দিতা। গরুড়পুরাণেও এইপ্রকার বলা আছে—গ্রীষ্মকালে যে জন জলস্থ কেশবকে বিবিধ পুষ্পের দ্বারা পূজা করে, সে জন যমতাড়না হইতে মুক্তিলাভ করে। আবার যে জন বর্ষাকালে জনার্দ্দনকে জলস্থভাবে পূজা করে, সে জন নিশ্চয় নরকে যায়। এইপ্রকার অন্যত্রও প্রমাণ আছে। পরিচর্য্যাবিধিতে সেই সেই দেশকাল অনুসারে শ্রীহরির সুখপ্রদ শত শত ব্যবস্থা করা আছে। আবার সুখবিরোধী দুঃখপ্রদ শত শত নিষিদ্ধ ব্যবস্থাও আছে। বিষ্ণুযামলে শ্রীবিষ্ণুর পৃথক পৃথক ঋতু অনুসারে পূজারও পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করা আছে। অতএব শ্রীভগবান একাদশ স্কন্ধেও বলিয়াছেন—“লোকে যাহা যাহা ইষ্টতম এবং আমার প্রিয়তম এবং ভক্তেরও অতিপ্রিয়, সেই বস্তু আমাকে সমর্পণ করিবে।” তন্মধ্যে যে সকল অধিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হইল, সেই সেই স্থলে পরমভাগবত-গণের পক্ষে কিন্তু নিজ অভীষ্টমন্ত্র ধ্যানের স্থান সর্ব্বঋতুতে সুখময়, এমন মনোহর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময় স্থানই ধ্যান করিবার জন্য বিধান